মাধব পোটো আর পুতুল পরীরা

প্রবালকুমার বসু

পুনশ্চ

সূচিপত্র

মাধব পোটো আর পুতুল পরীরা	....	৯
প্রতিবেশী	....	১৩
হারিয়ে যাওয়া পরী	....	১৯
আত্মহত্যা অথবা খুনের কেস	....	২৫
ক্রাইসিস	....	২৯
ভাইরাস	....	৩৪
ঢপ	....	৪০
বিভ্রান্তি	....	৪৭
পরীর দেশে	....	৫৩
চাকরি	....	৫৮
একটি ব্যর্থ পরিকল্পনা	....	৬৮
বড়কা আর একটা কোট	....	৭৫
একটি সহজ মিথ্যে কথা	....	৮১
আপদ	....	৮৪

মাধব পোটো আর পুতুল পরীরা

মাধব পোটোর সমস্যাটা একেবারে অন্যরকম। ওদের পারিবারিক পেশা পট আঁকা। মাধবও তাই আঁকত। কিন্তু ইদানিং আঁকা পটের কোনো খদ্দের নেই। বিভিন্ন মেলায় পট নিয়ে গেলেও বিক্রি হয় না। এরকম চলতে থাকলে পটুয়া সম্প্রদায়ই উঠে যাবে একদিন। সরকার থেকে অবশ্য এবিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে এতদিনে। পট আমাদের সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। পটের চর্চা যাতে জারি থাকে, উৎসাহ দেবার জন্য সরকার থেকে ঘোষণা হয়েছে নানান অনুদানের।

কিন্তু অনুদানে আর কতখানি চলে। ঘরে অনেকগুলো পেট। এদিকে আঁকা পটের বিক্রি নেই। লোকে বলে দেয়ালই নেই তো আর পট রাখাব কোথায়? কেউ কেউ বলে মাধব তোমার বাবার আঁকা পট রয়েছে আমাদের দেয়ালে। আমার বাবা কিনেছিলেন। কেউ কেউ আবার বলে সেই একই ছবি এঁকে যাচ্ছো? এখনকার আর্টিস্টরা তো এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি আঁকে। তার কদর অনেক বেশি। এইসব দেখে শুনে মাধব মূর্তি গড়া শুরু করেছে। মেলার হাটে মূর্তির তবু কিছু বিক্রি আছে।

যারা পট শিল্পের খোঁজ রাখে তারা মাধব পোটোকে চেনে। কলকাতা থেকে মাঝে মধ্যেই টি.ভি. চ্যানেল এসে ইন্টারভিউ করে যায় মাধবকে। গ্রামের লোকদের নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে বসে মাধব দেখে সেই অনুষ্ঠান। টি.ভি.-তে দেখা যাওয়া শুরু হবার পর থেকে মাধবের খাতির বেড়ে গেছে। টি.ভি.-তেও মাধব বলেছে পটের বিক্রি নেই তাই ওকে এখন মূর্তি বানাতে হচ্ছে।

মূর্তির দৌলতে রোজগার অবশ্য সামান্য বেড়েছে। মূর্তির মধ্যে দেবদেবীর খুব চল। আর চল পুতুলের। কল্পনার নানারকম পোশাক পরিয়ে পুতুলদের দেখে মাধব। দেখতে দেখতে এক সময় মন ভরে ওঠে।

তিন ছেলে আর বউ নিয়ে সংসার মাধবের। মেয়ে নেই। অথচ একেবারে প্রথম সন্তানটি মেয়েই হয়েছিল। এক বছর বয়সে পুকুরে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা যায়। সেই মেয়েকে এখনো ভুলতে পারেনি মাধব। কোনো অল্পবয়সী মেয়েকে দেখলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

মাধবের পটচিত্রেও একটা ছোট মেয়েকে দেখা যেত। তার আবার আছে ডানা। নিজের মেয়েকেই আসলে আঁকত মাধব। মাধবের ধারণা জলের তলায় গিয়ে পরী হয়ে গেছে ওর মেয়ে।

খুব দরদ দিয়ে পুতুলের মূর্তি গড়ে মাধব। এমনভাবে গড়ে যেন নিজের মেয়েকেই গড়ছে ও। সপ্তাহে পাঁচদিন এরকম মূর্তি বানায় ও। সকাল থেকে সূর্য ডোবা অবধি। দুদিন হাটবার। বৃহস্পতি আর রবি। এই দুদিন হাটে গিয়ে সারা সপ্তাহের তৈরি পুতুল বেচে আসে। পুতুলগুলো রাখার জন্য বাড়ির লাগোয়া জমিতে চালা মতো বানিয়েছে। সেখানেই পলিথিন চাপা দিয়ে পুতুলগুলো রাখে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে সব ঠিকঠাক আছে কিনা। পট ছেড়ে পুতুল গড়তে এক অন্যরকমের আনন্দ পায় ও।

এভাবে সব ঠিক চলছিল। বাদ সাধল এক শুক্রবার সকালে। আগের দিন ছিল হাটবার। জ্বর আর গায়ে হাতে ব্যথা হওয়াতে সেদিন আর হাটে যেতে পারেনি মাধব। সারাদিন আর সারা সন্ধ্যে ধরে ঘুমিয়েছে। কিচ্ছু খায়ও নি। পরদিন সকালে একটু সুস্থ বোধ করাতে অভ্যাসবশত পুতুলগুলোর কাছে গিয়ে দেখে অর্ধেকের উপর পুতুল নেই।

এই গ্রামে কেউ কখনো চুরির কথা শোনেনি। কারো বাড়িতে ছেলেপুলের জন্য পুতুলের দরকার হলে মাধবের কাছে চেয়েই নিয়ে যায়। মাধবও না করে না কখনো। কিন্তু এতগুলো পুতুল একসঙ্গে। অশুদ্ধতার জলবায়ু কী তাহলে শেষমেষ গ্রামে এসেও ঢুকলো।

মাথাটা চকিতে ঘুরে যায় মাধবের। সকাল বেলার বাতাসে বেশ একটা হিমেল ভাব। পৌষ আসতে আর এক মাসও বাকি নেই। ছোট ধান গাছের সবুজ আর কপিপাতার সবুজ যে যার নিজস্ব ঢঙে জানান দিচ্ছে শীতের বারতা। মাধব খেয়াল করল যে কটা পুতুল রয়ে গেছে, এদের সকলের মুখেই যেন কীরকম এক বিষাদ। যেন এক অনির্বচনীয় বেদনা আক্রান্ত করেছে এদের। মুখ ফুটে বলতে পারছে না। সমস্ত অভিব্যক্তি জড় হয়েছে মুখে।

মাধব যে পুতুলগুলো বানায় তার সব কটাতেই যে ডানা থাকে তা নয়, কিন্তু যে পুতুলগুলো পড়ে আছে তার কোনোটাতেই ডানা নেই। তার মানে যে পুতুলগুলোকে নিয়ে গেছে, হয়ত পরী ভেবেই নিয়ে গেছে এমনটাই দাঁড়ায়।

বেলা হতে পঞ্চায়েতে নালিশ জানালো মাধব। ইদানিং এলাকায় সকলেই মাধবকে গণ্যিমানি করে। পঞ্চায়েত সভা ডাকলো সঙ্গে সঙ্গে। মাধব আমাদের গ্রামের গর্ব, পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার।

সভা করে, আলোচনা করে এমন কাউকে পাওয়া গেল না যাকে সন্দেহ করা যেতে পারে। ঠিক হলো সকলকে সজাগ থাকতে হবে। এই গ্রামের সুনাম ছিল শান্তির গ্রাম হিসেবে। সবরকম ভাবেই অশান্তিকে আটকাতে হবে।

মাধব পোটোর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ঠিকমতো ঘুম নেই রাতে। একবার উঠে

চালাঘরটায় দেখেও এসেছে। সব ঠিকঠাক। শনিবার রাতে পুতুলগুলো ঢাকা দিয়ে শুতে এলো মাধব। পরদিন হাটবার, ভোর ভোর উঠতে হবে।

হাটের দিন সাধারণত অন্ধকার থাকতে ওঠে মাধব। প্রথমে ঘরের বাইরেটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে, তারপর সব গোছগাছ করে নেয়। আলো ফুটতে ফুটতেই পুতুলগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাধব। আগে ঝাঁকায় করে নিয়ে যেত, ইদানিং একটা সাইকেল ভ্যান হয়েছে। তাতেই নিয়ে যায়।

এইদিনও চালার কাছে পৌঁছে হতবাক হয়ে যায় মাধব। পলিথিনের ঢাকনাটা এলোমেলো। যে কটা পুতুলের পিঠে ডানা লাগানো ছিল, সেগুলো নেই। থেকে যাওয়া পুতুলগুলোর মুখে যন্ত্রণার ছায়া। সেই মুহূর্তে এই ঘটনার কথা আর কাউকে জানালো না মাধব। বাকি পুতুলগুলো নিয়েই হাটে গেল।

মাধব হাটে যে পুতুলগুলো নিয়ে যায়, মোটামুটি বিক্রি হয়ে যায় সবাই। ফেরার পথে বাড়ির জন্য নানান কিছু কিনে ফেরে। এদিন একটাও পুতুল বিক্রি হলো না মাধবের। সবাই বললো, মাধব তোমার পুতুলগুলোর কী হয়েছে? মুখে হাসি নেই, বিষণ্ণ এই পুতুল ছোটোদের হাতে দিই কী করে?

মন মরা হয়ে ফিরে এসে দুদিন গুম হয়ে বসে থাকল মাধব। কেউ কি শত্রুতা করছে তাহলে?

কিন্তু বসে থাকলে তো হবে না। জীবন যে থেমে থাকে না। পরের হাটবারে এসে গেল, অথচ কোনো পুতুল বানানো হয়নি। হাটে যাবে কী নিয়ে! যে পুতুলগুলো ছিল তাতেই ডানা লাগাতে লেগে গেল ও।

আর কী আশ্চর্য! মাধব নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না প্রথমে। ডানা লাগাবার পর পুতুলের মুখগুলো যেতে লাগলো বদলে। তাদের মুখের বিষণ্ণতা বা যন্ত্রণা গেল উবে, আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকল মুখ।

তাহলে কী পুতুলগুলোর ভিতরে প্রাণ আছে? ডানা ছিল না বলে বিষাদময় হয়েছিল তাদের মুখ? কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয় হলো খুব। রাত্রে যদি কেউ এসে আবার পুতুলগুলো তুলে নিয়ে যায়।

রাত্রে আর তাই ঘুমোবে না ঠিক করলো মাধব। বাড়ির যে জানলা দিয়ে চালাটা দেখা যায়, সেখানে চোখ রেখে রাত জেগে বসে রইল। চোর এলেই যাতে চিৎকার চ্যাঁচামিচি করে সবাইকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

এইভাবে বসে থাকতে থাকতে চোখটা বুজে এসেছিল এক সময়ে। ঘুমের মধ্যেই খুব মৃদু সংগীতের মূর্ছনা শুনতে পেলো মাধব। বাইরে তাকিয়ে দেখলো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে প্রান্তর। সেই জ্যোৎস্নার উদ্ভাসিত আলোয় পরীরা উড়ে বেড়াচ্ছে। কিছু পরী উড়ে এসে, মাধবের সদ্য ডানা লাগানো পরীগুলোকে ডাকছে। তারাও উড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

ঘুমের মধ্যে মাধবের অন্য এক অস্তিত্ব যেন জেগে উঠল। মাধবের মনে হলো আসলে মানুষের ভেতরের ইচ্ছেগুলো এমন পরী হয়ে যায়। জোর করে আটকে রাখলেই ভিতর ভিতর গুমরে ওঠে। এই ইচ্ছেগুলো মানুষের এক একটা সত্ত্বা। জোর করে আটকাতে গেলে সত্ত্বাগুলো মরে যেতে থাকে। তারা আর তখন বিকোয় না।

তাহলে কী কেউ চুরি করেনি, পরীগুলো নিজেরাই উড়ে গেছে। ঘুমের মধ্যেই চোখে জল আসে মাধবের। তাহলে কী একজন শিল্পী নিজের চাওয়া পাওয়া চাপিয়ে জোর করে মেরে ফেলে তার সৃষ্টিকে? এইসব ভাবতে ভাবতে মাধব দেখে পরীগুলো নেই, অনুভব করে পরীরা তাকে তুলে নিয়েছে ঘুমের মধ্যে থেকে। তাকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার পর জ্যোৎস্না ভাঙতে ভাঙতে। এই গন্তব্য মাধবের অজানা। সমস্ত অনিশ্চিতি সরিয়ে এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে মনটা আনন্দে ভরে উঠল ওর।

প্রতিবেশী

পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলার নতুন বাসিন্দাকে নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। প্রত্যেকটা ফ্লোরে তিনটে করে ফ্ল্যাট, দোতলার এই ফ্ল্যাটটা বাদ দিয়ে বাকি ফ্ল্যাটগুলোর যারা মালিক তারাই থাকেন। শুধু দোতলার এই এক কামরার ফ্ল্যাটটা ভাড়া দেওয়া। ফ্ল্যাটের মালিক ছিলেন অকৃতদার, মারা গিয়েছেন। তার ভাই প্রেমাংশু এখন ফ্ল্যাটটার মালিক। প্রেমাংশুর নিজস্ব ফ্ল্যাট রয়েছে একই এলাকায়। তাই ভাড়া দিয়েছে এই ফ্ল্যাটটা। আগে একটা পরিবার থাকত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তাঁদের একমাত্র ছেলে বিদেশে চলে যাওয়াতে ওনারা ছেলের ফ্ল্যাটে উঠে গিয়েছেন। তারপর অনেকদিন খালিই পড়েছিল। সম্প্রতি মাস দুই-তিন হল নতুন ভাড়াটে এসেছে।

যে ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন, গত তিনমাসে তাঁকে কেউ দেখেনি। কিন্তু তিনি যে আছেন সেটা টের পাওয়া যায়। এ পাড়ায় সবাই গ্যারাজের অভাবে রাস্তার ওপর গাড়ি পার্ক করে। মাঝে মাঝে বেশি রাতের পর একটা লাল স্যান্ট্রো গাড়ি পার্ক করা থাকলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক এসেছেন। সকালে কোন এক ফাঁকে যে বেরিয়ে যায় এখনো কেউ ধরতে পারেনি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন খুব জোরে এফ. এম. রেডিও চলতে থাকে। রাতে ঘুমানোর সময়টুকু ছাড়া সবসময়ই রেডিও বাজে।

এই নতুন ভাড়াটেকে নিয়ে অন্যান্য বাসিন্দাদের গসিপের শেষ নেই। রবিবারের দুপুরের মাংস রান্নার গন্ধের মতো সারা বাড়ি 'ম' 'ম' করতে থাকে গসিপ। চারতলার রমাদি নাকি শোবার ঘরের জানলা থেকে দেখেছেন ভদ্রলোককে গাড়িতে উঠতে। বেশ সুপুরুষ। একতলার হৃষিকেশ মুন্সির বক্তব্য একজন ভদ্রমহিলা প্রায়ই ওনার ফ্ল্যাটে আসেন।

আসেন কি। থাকেন তো ওখানে।

তুমি দেখেছো?

হ্যাঁ, একদিন সকালে কারেন্ট ছিল না, আমাদের দরজায় কড়া নেড়ে জানতে চাইছিলেন লোড শেডিং কি না।

কী রকম দেখলে মহিলাকে?

কথাবার্তায় তো ভদ্র। বেশ ডিগনিফায়েড মনে হল।

যতদূর মনে হয় ভদ্রলোকের এই ফ্ল্যাটটা রাখার জন্য অন্য উদ্দেশ্য আছে।